প্রত্যয়

(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)

● সংখ্যা: ০৫ ● মাস: অক্টোবর-ডিসেম্বর ● বর্ষ: ০২ ● সাল: ২০২৩

মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৬ই ডিসেম্বর, ২০২৩ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে ভোর ৬.০০টায় সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। অতঃপর সকাল ৬:৩০ ঘটিকায় র‍্যালী সহকারে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুস্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচী শুরু হয়।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সকাল ০৮:৩০ ঘটিকা থেকে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্প হতে আগত কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। একক ও সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশনে অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়ে উঠে। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার *(এরপর পাতা-৭, কলাম-১)*

ইউরোপিয় ইউনিয়ন প্রতিনিধি কর্তৃক আর্টিমিয়া প্রকল্প পরিদর্শন

গত ১৩ ডিসেম্বর'২০২৩ দাতা সংস্থা ইউরোপিয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি পেট্রিট সারজেগাল, বেলজিয়াম, মহেশখালী উপজেলায় ওয়ার্ল্ড ফিস এর কারিগরী *(এরপর পাতা-২, কলাম-৩)*

মুক্তি কক্সবাজারের উদ্যোগে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপন

শিক্ষকদের অমূল্য অবদানকে সম্মান জানাতে, ৫ অক্টোবর, ২০২৩ মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়িত এফডিএমএন এডুকেশন প্রকল্পের উদ্যোগে ১০টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে "বিশ্ব শিক্ষক *(এরপর পাতা-৭, কলাম-১)*

বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উপলক্ষে আর্ট কম্পিটিশনে

মুক্তি কক্সবাজার এর শিক্ষার্থীর প্রথম পুরস্কার অর্জন

বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উপলক্ষে ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় মুক্তি কক্সবাজার এর শিখনকেন্দ্রের শিক্ষার্থী প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছে। ইসলামিক রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল ১৭ অক্টোবর ২০২৩ ক্যাম্প-২ ওয়েস্ট এর সিআইসি অফিসে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে। ২য় এবং ৩য় পুরস্কারও জিতেছে মুক্তি কক্সবাজারের শিক্ষার্থীরা। বর্ণমালা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র-১ থেকে ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা *(এরপর পাতা-৭, কলাম-১)*

প্রত্যয়
(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)
● সংখ্যা: ০৫ ● মাস: অক্টোবর-ডিসেম্বর ● বর্ষ: ০২ ● সাল: ২০২৩

সম্পাদকীয়

মহান বিজয় দিবস এবং বাঙালির মুক্তি

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এ ২৪ বছরের শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে এদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকার তথা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সফল নেতৃত্ব দেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে শিক্ষা আন্দোলন, ছয় দফা, এগারো দফা এবং গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জাতির পিতার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। ১৯৭০ এর সাধারণ পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পশ্চিম পাকিস্তান ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানালে বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ২৫ শে মার্চের কালোরাত্রির পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস হত্যাকান্ড, ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ৪ টা ২১ মিনিটে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকহানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে, ফলে জন্ম নেয় এক নতুন ইতিহাস, নতুন এক সূর্যোদয় বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র লাল সবুজের বাংলাদেশ। ৩০ লাখ শহিদের তাজা রক্ত, ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্য এবং তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামসদের পরাজিত করে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলাদেশের বয়স এখন ৫৩ বছর; সুদীর্ঘ এ পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে জায়গা করে নিয়েছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জিডিপির আকার, রপ্তানি আয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, প্রত্যাশিত আয়ুস্কাল বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং দারিদ্র্যের হার হ্রাস প্রভৃতি সূচকে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। সারা বিশ্বের নিকট প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিবিড় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহার, বনায়ন, সামাজিক-অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের বৃহৎ অবকাঠামো, উন্নয়নে সরকারের ব্যাপক বিনিয়োগ বাংলাদেশকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ সহ গভীর সমুদ্র বন্দর ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেল নির্মাণ ও একসঙ্গে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

আজ আমরা স্বাধীন দেশে বসবাস করছি; কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন আজও পুরোপুরি পূরণ হয়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল একটি শোষণমুক্ত ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠা যেখানে কোন বৈষম্য থাকবে না। যদিও দেশ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়নি। এত উন্নয়নের মাঝেও আয়বৈষম্য দিন দিন বেড়ে চলেছে; দিন দিন ক্রয়ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ আজও গুণগত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুশাসন থেকে বঞ্চিত। কর্মমুখী শিক্ষার অভাব, বেকারত্ব, দুর্নীতি, বিদেশে অর্থপাচার, মাথাপিছু ঋণ বৃদ্ধি, ক্ষমতার অপব্যবহার, সিন্ডিকেট তৈরি করে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, ঋণ খেলাপি এবং ঋণ কেলেংকারির খবর প্রতিনিয়তই গণমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। পরমতসহিষ্ণুতা ও নৈতিকতার অভাব, বাকস্বাধীনতা খর্ব, গণতন্ত্র এবং সুশাসনের অভাব, অনিয়ম, মৌলিক অধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেশ এখন প্রতিনিয়তই প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে।

তাই বলা যায় পাকিস্তানের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে দেশে একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তিসহ মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার যে প্রত্যাশা ছিল তা আজও পূরণ হয় নি। আমরা স্বাধীনতা পেলেও মুক্তি এখনও পাইনি; তাই মুক্তির জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে ভালো হয়ে ভালো কাজ করতে হবে, স্বাধীনতার সুফল প্রত্যেক ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে আমাদের সকলকে যার যার দায়িত্ব সঠিকভাবে সততা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করতে হবে এবং সামাজিক শোষণ, বঞ্চনা ও দরিদ্রতা থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দিতে সমন্বিত, কার্যকরি এবং টেকসই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

খাইরুল ইসলাম-
কোঅর্ডিনেটর-মনিটরিং

জিবিভি মৌলিক বিষয় এর উপর একটি সফল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

মুক্তি কক্সবাজারের উদ্যোগে দাতা সংস্থা ইউএনএফপিএ -এর অর্থায়নে গত ১৯-২১ ডিসেম্বর ২০২৩ইং তারিখে মাল্টি পারপাস হাব, ভাসানচর, হাতিয়া নোয়াখালীতে জিবিভি মৌলিক বিষয় এর উপর একটি সফল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে এপিবিএন, বাংলাদেশ পুলিশ ভাসানচর থানা, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, আনসার, ডিজিএফআই, এনএসআই এবং এসবি সহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার মোট ২৬ জন প্রতিনিধি (যারা ভাসানচরে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত) অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩ জন নারী এবং ২৩ জন পুরুষ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল পেশাজীবীদের লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং ক্ষমতায়ন করা। জনাব মোঃ মাহফুজার রহমান, উপ-সচিব, অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, এই প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকালে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি 'এই চমৎকার উদ্যোগের জন্য মুক্তি কক্সবাজার ও ইউএনএফপিএ-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং মুক্তি কক্সবাজার এবং ইউএনএফপিএ-কে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এই ধরনের প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন।

প্রতি দুই মাস অন্তর রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পারলে ভাল হয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, মুক্তি কক্সবাজার এবং ইউএনএফপিএ তার এই প্রত্যাশা বিবেচনা করবে।

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ বলেন, এই প্রশিক্ষণ তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে অনেক উপকারে আসবে। উক্ত প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য তারা মুক্তি কক্সবাজার এবং ইউএনএফপিএ কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

ইউরোপিয় ইউনিয়ন

(১ম পাতার পর)

সহযোগিতায় মুক্তি ককস্বাজার কর্তৃক বাস্তবায়িত আর্টিমিয়া ফর বাংলাদেশ প্রকল্প পরিদর্শন করেন এবং আর্টিমিয়া চাষীদের সাথে মত বিনিময় করেন। পরিদর্শকের সাথে ছিলেন ড. মিজানুর রহমান, টীম লিডার, আর্টিমিয়া ফর বাংলাদেশ প্রকল্প, রেজাউল হক ও শরিফুল ইসলাম গবেষণা সহকারী, আর্টিমিয়া ফর বাংলাদেশ প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড ফিস। পরিদর্শক দল আর্টিমিয়া চাষীদের কর্মদক্ষতা ও মাছ চাষের সফলতা পর্যবেক্ষণ করে মুগ্ধ হন।

কীভাবে মাছ চাষীরা মাছের সাথে পুকুর পাড়ে শাক-সবজি উৎপাদন করে সেবিষয়ে তিনি চাষীদের সাথে মত বিনিময় করেন এবং চাষীদের আর্টিমিয়া চাষ বিষয়ে আরো সফলভাবে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি চাষীদের অবগত করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আর্টিমিয়া চাষের উজ্জল সম্ভাবনা আছে এবং এর চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে।

তাই ভালোভাবে এটি ধরে রাখতে পারলে পারিবারিক আয় বৃদ্ধির একটি উৎস তৈরী হবে এবং সেই সাথে দেশের মানুষের পুষ্টির চাহিদাও পূরণ হবে। আলোচনায় উপস্থিত মাছ চাষীরা মাছ চাষে ভবিষ্যতে আরও সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য প্রতিনিধি দলের কাছে অনুরোধ করেন।

প্রত্যয়
(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)
● সংখ্যা: ০৫ ● মাস: অক্টোবর-ডিসেম্বর ● বর্ষ: ০২ ● সাল: ২০২৩

গল্প সফলতার

শান্তিখানায় না আসলে জীবন পরিবর্তন অসম্ভব ছিলো

- নূর বেগম

নূর বেগম (৪০) স্বামী: শাহ আলম ব্লক-A6, মায়ানমার বলিবাজার গ্রামে বসবাস করত। সে তার মা বাবার বড় মেয়ে এবং তিন ভাই চার বোনের সাথে থাকতো। মায়ানমার থাকতে বাবা মায়ের পছন্দমতো এক প্রতিবেশীর সাথে বিয়ে হয়। বিয়ের পর স্বামীকে নিয়ে বাপের বাড়ীতে থাকতো, খুব ভালো ভাবে তাদের সংসার চলতো। ২০১৭ সালে মায়ানমার সরকারের নৃশংস অত্যাচারে সে বাংলাদেশে চলে আসার পথে বাবা মা ভাই বোন সবাইকে হারিয়ে ফেলে তবে তার স্বামী তার সাথে ছিল। বাংলাদেশে আসার পর তাদের থাকা খাওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এমনকি কয়েকদিন না খেয়েও থাকতে হয়েছে তাদের। এরপর তারা তাদের এক আত্মীয়ের সন্ধান পায় ক্যাম্প ১১ তে এবং তাদের সাথে বসবাস করেন। কয়েকদিন পর বিভিন্ন সংস্থা থেকে তাদেরকে কাপড় এবং খাবার দেওয়া হয়। পরে শান্তিখানা থেকে কয়েকজন জিবিভি কর্মী তাদের দেখতে যায় এবং তাকে শান্তিখানায় আসার জন্য পরামর্শ দেয়। তারপর শান্তিখানার খোঁজ নিয়ে শান্তিখানায় আসে এবং বিভিন্ন সেশনে অংশগ্রহণ করে। এভাবে কয়েকদিন পর পর তার স্বামীর অনুমতি নিয়ে ক্যাম্প-১১ এর শান্তিখানায় আসেন এবং শান্তিখানায় এসে SRH এর সেবা গ্রহণ করেন যা তার জীবনে একটা পরিবর্তন আসতে শুরু করে।

শান্তিখানায় আপাদের বিভিন্ন সেশনের বিষয় তিনি মনোযোগ দিয়ে শোনেন, বিশেষ করে তার কাছে পরিবার পরিকল্পনা সেশনটা খুব ভালো লাগে, ভবিষ্যতে তার নিজের জীবনে খুব উপকারে আসবে বলে। সে আগে বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, পরিবার পরিকল্পনা, নারী নির্যাতন এসব কিছুই জানতো না, শান্তিখানায় আসার পর সেশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জানতে পারছে।

নুর বেগম নিজ দেশ ছাড়ার অভিজ্ঞতা খুবই কষ্টের ছিল। কারণ নিজের বাড়ি-ঘর, গরু ছাগল, ক্ষেত খামার সব ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল কারণ তার চোখের সামনে গ্রাম পুড়িয়ে দিচ্ছিল, মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করছিল, পুরুষদেরও ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করত। এই অবস্থা দেখার পর সে স্বর্ণ এবং টাকা পয়সা যা ছিল তা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বৈবাহিক অবস্থা ও জীবন দক্ষতা সম্পর্কে তার ভালো ধারণা ছিল। কারণ যখন তার বিয়ে হয় তখন তার বয়স ছিল পঁচিশ বছর এবং বাবা মায়ের পছন্দমতো বিয়ে করে। বিবাহিত জীবন তার ভালো ছিল। তার জীবনে সবচেয়ে ভোগান্তি ছিল নিজের দেশে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের হত্যাকাণ্ড, মারামারি, নির্যাতন, আগুন লাগানো, মানুষ জবাই করে হত্যা করা ইত্যাদি দেখা। বলতে গেলে বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করে তাকে বাংলাদেশে আসতে হয়।

নূর বেগম ক্যাম্প ১১ শান্তিখানা থেকে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে কোথাও মেয়েরা সহিংসতার শিকার হলে তাদেরকে শান্তিখানায় আপাদের কাছে নিয়ে এসেছে। শান্তিখানা থেকে সে যা যা শিখেছে তা নিয়ে নিজে সচেতন হয়েছে এবং ব্লকের মানুষদের সচেতন করেছে। প্রকল্পের লিঙ্কেজের মাধ্যমে বর্তমানে সে আইওএম এর এস আর এইচ ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করেছে, জীবন দক্ষতা বিষয়ক সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সেলাই কার্যক্রম থেকে ভালো আয় করছে এবং সংসার পরিচালনায় হাল ধরছে। সেবা পাওয়ার পূর্বে ঘরের মধ্যে কোন কাজ ছিল না, সারাদিন ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগতো না। তাই শান্তিখানায় আসত এবং আপাদের বিভিন্ন সেশনে অংশগ্রহণ করত এবং শান্তিখানার আপারা যখন ব্লকে যায় তখন তাদের থেকে শান্তিখানা সম্পর্কে জানতে পারে। সে যা শিখেছে প্রথমে তার ব্যক্তিগত জীবনে কাজে লাগিয়েছে কারণ পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সে জানতো না এখন জেনে নিজে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং আশেপাশের ব্লকে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে যাচ্ছে।

নুর বেগম বলেন, শান্তিখানায় না আসলে সে তার জীবন পরিবর্তন করতে পারতো না তাই তিনি মুক্তি কক্সবাজার এবং কেয়ার বাংলাদেশ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

‘বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস’ উদযাপন

প্রতি বছর ১০ই অক্টোবর বিশ্বব্যাপী পালন করা হয় ‘বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস’। ২০২৩ সালের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ‘মানসিক স্বাস্থ্য সর্বজনীন মানবাধিকার’। মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক ১০ই অক্টোবর থেকে ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত এই দিবসটি পালন করা হয়। এই দিবসটির মুল লক্ষ্য হল মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আলোচনা, যে আলোচনার মাধ্যমে আমরা আমাদের মনের রোগ সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানতে পারি। মনের যত্ন নেওয়া এবং মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্যকে সুস্থ্য রাখার জন্য আমাদের করণীয় কি এবং কিভাবে আমরা নিজেদের মানসিক চাপ কমিয়ে সুস্থ্য থাকতে পারি এই বিষয়ের উপর স্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হয়ে থাকে। সমাজের মানুষের মানসিক রোগ সম্পর্কিত যে ভুল ধারণা রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুস্থ্য ভাবে বেঁচে থাকার জন্য এই দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে।

মুক্তি কক্সবাজার জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের কারিগরি সহযোগিতায় --‘জেন্ডার বেইসড ভায়োলেন্স-ইন-ইমার্জেন্সি প্রজেক্ট’ এর মাধ্যমে ৩৮টি নারী বান্ধব সেবা কেন্দ্রের (কক্সবাজার এবং ভাসানচরে) মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের একটি অংশ হিসাবে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসটি পালন করে আসছে যা ২০২৩ সালেও নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে পালিত হয়েছে। উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে মুক্তি কক্সবাজার ১০টি নারী বান্ধব সেবা কেন্দ্র (ডব্লিউএফএস) যেমন, ভাসানচর, ক্যাম্প-১৫, ক্যাম্প ২৪, ক্যাম্প-১৪ ক্যাম্প-০৯, ক্যাম্প-১৩, ক্যাম্প-২ইষ্ট, ক্যাম্প-১ইষ্ট, ক্যাম্প-২২, হলদিয়াপালং এবং ২টি নারী কর্তৃক পরিচালিত কমিউনিটি সেন্টার (ডব্লিউএলসিসি)তে-মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা তৈরীতে ১২টি আলোচ্য বিষয় এর উপর বিশেষ অধিবেশন এর আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য অধিবেশনসমূহ হল পাপেট শো, বায়োস্কোপ, শেডো আর্ট, কমিউনিটি বেইজ সচেতনতা, সাপ লুডুখেলা, নিজের মনের যত্ন নেওয়া, একটি সফলতার গল্প, নিয়মিত মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা করা, মানসিক স্বাস্থ্য এর তথ্য প্রচার করা, মানসিক স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার, যেখানে ২০০ জন নারী, কিশোরী এবং পুরুষদেরকে অন্তর্ভূক্তি করানো হয়। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ মানসিক স্বাস্থ্য ভাল না থাকার অপকারিতা এবং কিভাবে সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে সেই সকল তথ্য জানতে পারেন। মুক্তি কক্সবাজার মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য তার কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যার মাধ্যমে ১৫০ জন কর্মী দক্ষ হিসাবে গড়ে ওঠে যারা নিয়মিত মুক্তি কক্সবাজার এর কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে মানসিক স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এই বিষয় এর উপর মানুষকে কাউন্সিলিং প্রদান করছে, এবং উক্ত কর্মীরা নিজেদের জীবনে ও সমাজ জীবনে মানসিক রোগের ঝুঁকি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে। আশার কথা হচ্ছে, মানসিক রোগ প্রতিরোধযোগ্য তাই মানসিক রোগ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান আছে, আগে থেকেই এগুলো চিহ্নিত করে চিকিৎসা দিলে মানসিক রোগ প্রতিরোধে সহায়ক হবে।

মুক্তি কক্সবাজার মানুষের জীবন রক্ষার্থে সরকারী, বেসরকারী এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে নিয়ে একযোগে কাজ করে যাচ্ছেন।

প্রত্যয়
(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)
● সংখ্যা: ০৫ ● মাস: অক্টোবর-ডিসেম্বর ● বর্ষ: ০২ ● সাল: ২০২৩

মুক্তি কক্সবাজার এর বাস্তবায়িত আইপিসিওএসও প্রকল্পের উদ্যোগে ...

উখিয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য স্থায়ীত্বশীল জীবীকায়ন ও জলবায়ু স্মার্ট উন্নত কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক ০৩ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে ২৯শে নভেম্বর পর্যন্ত মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আর্ন্তজাতিক শরনার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর (UNHCR) এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় Improving Peaceful Coexistence and Self-reliance Opportunities for Refugees and Host Community (IPCoSO) প্রকল্পের আওতায় উখিয়া উপজেলার অধীন ক্যাম্প-৪, ক্যাম্প-৪ এক্সটেনশন এবং ক্যাম্প ১৭ এর ২৪২৫ জন পাশাপাশি ক্যাম্প অধ্যুষিত রাজাপালং এবং পালংখালী ইউনিয়নের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ১২৫০ জন সর্বমোট ৩৬৭৫ নির্বাচিত উপকারভোগীদের নিয়ে স্থায়ীত্বশীল জীবীকায়ন ও জলবায়ু স্মার্ট উন্নত কৃষি প্রযুক্তির উপর ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। রোহিঙ্গা কমিউনিটিতে প্রকল্পের দক্ষ প্রশিক্ষক কৃষিবিদ মো: মাহমুদুল হাসান, কৃষিবিদ মো: আশরাফুল হক এবং কৃষিবিদ আবুল কালাম আজাদ এবং হোস্ট কমিউনিটিতে মিসেস সেলিনা খাতুন এবং জনাব আজহারুল বারী অত্যন্ত সাবলীল ভাবে প্রশিক্ষণ কোর্সটি পরিচালনা করেন। অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং ক্ষমতায়নের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্সটি ৫টি মডিউলের মাধ্যমে বিন্যস্ত করা হয়েছিল যেমন-মডিউল ১: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন, মডিউল ২: জলবায়ু স্মার্ট কৃষি ও শাক-সবজি চাষের উন্নত এবং জলবায়ু স্মার্ট প্রযুক্তি, মডিউল ৩: বসতবাড়ীতে মুরগী ও ছাগল-ভেড়া পালনের উন্নত জলবায়ু সহিষ্ণু কৌশল, মডিউল ৪: ব্যবসা উন্নয়ন ও বাজার সংযোগ এবং মডিউল ৫: দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান । IPCoSO প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো: ওসমান গণি এবং টেকনিক্যাল অফিসার (লাইভলীহুড এবং মনিটরিং) কৃষিবিদ এস, এম, বেলালুর রহমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে যথাযথ সুপারভিশন এবং নিবিড় মনিটরিং করেন। প্রশিক্ষণ চক্রের প্রতিটি পর্যায়ে কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর, লাইভলীহুড প্রমোটর এবং ক্যাম্প ভলান্টিয়ারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে উৎসাহ প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে যার ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণও ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রশিক্ষণে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো থেকে শুরু করে উন্নত কৃষি কৌশল যার মধ্যে শাক-সবজি চাষ, ছাগল, হাঁস-মুরগী এবং ভেড়া পালনসহ জলবায়ু -অভিযোজন কৌশল অর্ন্তভুক্ত ছিল। এর পাশাপাশি ব্যবসায়িক উন্নয়ন, বাজারে প্রবেশের সহজলভ্যতার কৌশল এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে লার্নিং শেয়ারিং ও প্রকল্প সমাপ্তিকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১২, ১৪, ১৮ এবং ২০ই ডিসেম্বর ২০২৩ ইং তারিখে মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আর্ন্তজাতিক শরনার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর (UNHCR) এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় পরিচালিত Improving Peaceful Coexistence and Self-reliance Opportunities for Refugees and Host Community (IPCoSO) প্রকল্পের উদ্যোগে উপজেলা এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্প পর্যায়ে লার্নিং শেয়ারিং এবং প্রকল্প সমাপ্তিকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উখিয়া উপজেলা পরিষদ হল রুমে এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্প ৪, ক্যাম্প ৪ এক্সটেনশন এবং ক্যাম্প ১৭ এর দরবার হলে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে ক্যাম্প ৪ ও ৪ এক্সটেনশন এর সম্মানিত ক্যাম্প ইন-চার্জ জনাব মো তরিকুল ইসলাম এবং নিখাত আরা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্প ৪, ক্যাম্প ৪ বর্ধিত এবং ক্যাম্প ১৭ এর সহকারী ক্যাম্প ইন-চার্জ জনাব মো: আবু বক্কর সিদ্দিক, হরিচরণ চৌধুরী এবং মো: হাবিবুর রহমান। উখিয়া উপজেলায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন মুক্তি কক্সবাজারের উপ-প্রধান নির্বাহী জনাব সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব তানভীর হোসেন, উখিয়া উপজেলা পরিষদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কামরুননেছা বেবি ও উখিয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাঈদ মুহাম্মদ আনোয়ার। প্রকল্প সমন্বয়কারী ওসমান গনি'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ২টি কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন ক্যাম্প ইন-চার্জ, সহকারী ক্যাম্প ইন-চার্জ, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ নিজাম উদ্দীন, উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ সৈয়দ হোসেন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সৌরভ মাহমুদ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ আল মামুন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আয়ুব আলী, উখিয়া প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফারুখ আহমদ ও উখিয়া প্রেস ক্লাবের সাবেক সহ-সভাপতি হুমায়ুন কবির জুশান। উক্ত কর্মশালায় ১০৮ জন রোহিঙ্গা উপকারভোগী এবং ৪৮ জন হোস্ট কমিউনিটি থেকে নারী পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্প সমন্বয়কারী ওসমান গনি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রকল্পের শিখন, চ্যালেঞ্জ সহ বিভিন্ন সফলতার বিষয় সাবলীলভাবে উপস্থাপনা করেন। এ সময় তিনি চলমান প্রকল্পের আওতায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য ক্যাম্প ১ ডব্লিউ, ২ ডব্লিউ, ৩, ৪ বর্ধিত এবং ১৭ এর ৪৫০০ রোহিঙ্গা পরিবারের মাধ্যমে বসতবাড়িতে সবজি চাষ, জলবায়ুসহিষ্ণু কৃষি ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন, ভার্টিক্যাল স্ট্রাকচার, টিয়ারা গার্ডেন, ক্লাইমেট স্মার্ট ইনোভেশন (মাল্টিলেয়ার এবং টাওয়ার গার্ডেন), রেইন ওয়াটার রিজার্ভার স্থাপন, প্রশিক্ষণ সেন্টার স্থাপন এবং ক্যাম্প অধ্যুষিত রাজাপালং এবং পালংখালী ইউনিয়নের ১৫৫০টি পরিবারের মাধ্যমে বসতবাড়িতে সবজি চাষ, জলবায়ুসহিষ্ণু কৃষি ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন, ছাগল ও মুরগী পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে হোষ্ট কমিউনিটিতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কৃষি উপকরণ যেমন উন্নতমানের সবজি বীজ, ফলের চারা, নারীদের আয় বৃদ্ধির জন্য ৪০০টি পরিবারে ০২টি করে ছাগল এবং ৯৫০টি পরিবারে ১৪টি করে মোরগ-মুরগী বিতরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন। এছাড়াও উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ভার্মি কম্পোষ্ট উৎপাদনের জন্য ৪০ জন, নার্সারী উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য ১২ জন এবং উন্নত প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে সবজি উৎপাদনের জন্য ২৪ জন অগ্রগামী কৃষকের মাধ্যমে সবজির প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে। এ সময় বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি যেমন-ইউএনডিপি, কারিতাস বাংলাদেশ, ব্রাক, সুশীলন, কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, উত্তরণ, শেড এর প্রতিনিধি এবং মুক্তি কক্সবাজারের কর্মসূচি উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ কৃষিবিদ মোঃ আশরাফুল হক, টেকনিক্যাল অফিসার কৃষিবিদ এস,এম বেলালুর রহমান, সেলিনা আক্তার এবং আজহারুল বারী উপস্থিত থেকে কর্মশালাকে সাফল্যমন্ডিত করেন।

প্রত্যয়
(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)
● সংখ্যা: ০৫ ● মাস: অক্টোবর-ডিসেম্বর ● বর্ষ: ০২ ● সাল: ২০২৩

উন্নয়ন ও শান্তির জন্য খেলাধুলা

"উন্নয়ন ও শান্তির জন্য খেলাধুলা" এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ইউএনএফপিএ এর কারিগরি সহযোগিতায় মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক 'আইএমএইচএম' প্রকল্পের অধীনে ভাসানচরে বিভিন্ন ইনডোর এবং আউটডোর টুর্নামেন্ট এর আয়োজন করা হয়েছে। এই টুর্নামেন্টে বিভিন্ন ইনডোর এবং আউটডোর ইভেন্টে সর্বমোট ৭৬৯ জন কিশোর-কিশোরী এবং যুবরা অংশগ্রহণ করেছে। ইনডোর টুর্নামেন্টগুলির মধ্যে ছিলো দাবা খেলা, নলেজ লুডু, মিউজিক্যাল চেয়ার, স্কিপিং রোপ, হুলাহুপ এবং আউটডোর টুর্নামেন্টগুলির মধ্যে ছিলো ফুটবল, ভলিবল, এবং চিনলুন উল্লেখযোগ্য।

আয়োজিত ক্রীড়া টুর্নামেন্টগুলি ভাসানচরে একটি ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করেছে, এই টুর্নামেন্টগুলির মাধ্যমে ভাসানচরের কিশোর-কিশোরী এবং যুবরা তাদের প্রতিভা প্রদর্শন, বন্ধুত্বের মনোভাব তৈরী এবং তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের বন্ধনকে শক্তিশালী করার একটি বিশেষ সুযোগ পেয়েছে।

খেলাধুলা ব্যক্তির মানষিক প্রশান্তি, সহনশীলতা এবং সামাজিক সংহতির সংস্কৃতির প্রচারে অবদান রাখে। তাই এই টুর্নামেন্টের মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরী এবং তরুনদেরকে বিভিন্ন খেলাধুলার উপরে দক্ষ করে গড়ে তোলা, তাদেরকে বিভিন্ন সহিংসতামূলক আচরণ থেকে বিরত রাখা, নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শণ এবং তরুনদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা।

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয় এবং ক্যাম্প-ইন-চার্জ, নেভি, পুলিশ, আনসার সহ সকল সরকারি, বে-সরকারি এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সমন্বয়পূর্বক প্রতিটি টুর্নামেন্ট এর পূর্বে সঠিক পরিকল্পনা সাপেক্ষে এই কার্যক্রম সফল ভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রতিটি টুর্নামেন্ট শেষে জনাব মো. মাহফুজার রহমান, উপ-সচিব, অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, ভাসানচর সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদেরকে পুরুস্কৃত করেছেন। এ ছাড়াও আইএমএইচএম প্রকল্প কর্তৃক এই টুর্নামেন্টের বিভিন্ন খেলাধুলায় ভাসানচরের কিশোর-কিশোরী, যুব সমাজ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, সরকারি বিভিন্ন কর্মকর্তা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসহ দাতা সংস্থার প্রতিনিধিগণ এই খেলায় উপস্থিত থেকে খেলাধুলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দেরকে উৎসাহ প্রদান করেন এবং এই খেলাধুলার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরী এবং যুবদের মধ্যে যে একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ইতিবাচক পরিবেশ তৈরী হয়েছে তার প্রশংসা করেন।

পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জনাব মো. মাহফুজার রহমান, উপ-সচিব, অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, ভাসানচর বলেছেন, "মুক্তি কক্সবাজার ভাসানচরে একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, ভাসানচরে ইতিপূর্বে এই ধরণের প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার আয়োজন করে যেখানে শেষ করা যায়নি সেখানে মুক্তি কক্সবাজার একটি ব্যতিক্রম এবং সফল উদাহরণ তৈরী করেছে। আমি আশা করবো মুক্তি কক্সবাজার আগামীতেও তাদের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে যেন এই রকম বিনোদনমুলক কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং বাস্তবায়ন করেন"।

উপজেলা পর্যায়ে নারী অধিকার এবং যুব নেতৃত্বাধীন সংগঠন কর্তৃক অ্যাডভোকেসি সভা

মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক কিশোর-কিশোরীদের কৈশোরকালীন সময়ের নানা সমস্যা, চাহিদা ও অধিকার চিহ্নত করা এবং স্থানীয় নারীদের যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সহ মানসিক স্বাস্থ্য, জীবন দক্ষতার মান উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ইতিবাচক দৃষ্টভিঙ্গি এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার লক্ষ্যে স্থানীয় যুব ও নারী নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান অর্নব কক্সবাজার ও স্বাধীনতা যুব কল্যাণ সমিতির সাথে কক্সবাজারের রামু উপজেলায় প্রকল্প এলাকার চাকমারকুল, রাজারকুল, খুনিয়াপালং, রশিদনগর, কাউয়ারখোপ, কচ্ছপিয়া ও গর্জনিয়া এই সাত ইউনিয়নের মোট ২০ জন স্থানীয় কিশোর-কিশোরী ও যুবতী নারীকে নিয়ে গত ১৩ই ডিসেম্বর, ২০২৩ রামু উপজেলার অফিসার্স ক্লাবে একটি এ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। একটি লিঙ্গ-সংবেদনশীল সমাজ গঠনের জন্য একটি সহায়ক পরবিবেশ তৈরী ও কিশোর-কিশোরী বান্ধব স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ের সকল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছে একটি লিখিত চাহিদা প্রদান করা হয় এবং যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সহ মানসিক স্বাস্থ্য, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ইতিবাচক দৃষ্টভিঙ্গি এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করা।

এডভোকেসি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব আসরাফুল হাসান। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, "যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক সামাজিক অপবাদ রয়েছে। মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্পের সকল সেশনের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে। এ ধরনের সচেতনতা যদি মূল পর্যায়ে তৈরি করা যায় তাহলে দেশ ও জাতি অনেক উপকৃত হবে। মুক্তি কক্সবাজারের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রামু উপজেলার মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ, যুব নেতৃত্বাধীন সংগঠন- অর্ণব কক্সবাজার, নারী অধিকার সংগঠন স্বাধীনতা যুব সমিতি ও বিভিন্ন ইউনিয়নের সিওসি টিমের প্রতিনিধিরা।

অনুষ্ঠানে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা তাদের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন এবং SRHR এবং যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কে সমাজের কিশোর-কিশোরীদের সচেতন করতে LEAP প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি মুক্তি কক্সবাজারের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রত্যয়
(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)
● সংখ্যা: ০৫ ● মাস: অক্টোবর-ডিসেম্বর ● বর্ষ: ০২ ● সাল: ২০২৩

কমিউনিটি হেল্‌থ আউটরীচ কর্মসূচীর উদ্যোগে “বিশ্ব এইডস দিবস-২০২৩” উদযাপন

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) এর অর্থায়নে মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়িত কমিউনিটি বেইজড হেলথ্ আউটরীচ প্রোগ্রাম এর উদ্যোগে উখিয়া উপজেলার কর্মএলাকায় “বিশ্ব এইডস দিবস-২০২৩” উদযাপন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল “কমিউনিটির আমন্ত্রণ, এইডস হবে নিয়ন্ত্রণ” এ উপলক্ষ্যে উখিয়া উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন ও ৯টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ৫০টি সমাজ সচেতনতামুলক সেশনের আয়োজন করা হয়। যার মধ্যে গ্রাম পর্যায়ে ১০টি এবং ক্যাম্প পর্যায়ে ৪০টি সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রত্যেকটি সেশনে ১০ জন করে সর্বমোট ৫০০ জন উপকারভোগী অংশগ্রহণ করে। এ সেশনগুলো পরিচালনার লক্ষ্যে মুক্তি কক্সবাজার এর ১৯৬ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে পূর্ব থেকেই এইচআইভি/এইডস বিষয়ে ট্রেইনিং দেয়া হয়। ২ ডিসেম্বর, ২০২৩ইং তারিখ রাজাপালং ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে আয়োজিত একটি সেশনে উপস্থিত ছিলেন উখিয়া স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রনজন বড়ুয়া রাজন। তিনি বলেন, এইচআইভি তিনটি মাধ্যমে মানুষের শরীরে ছড়ায়। দুজন মানুষের শারীরিক মিলনের মাধ্যমে, ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ভাগাভাগি করার মাধ্যমে অর্থাৎ ইনজেকশন শেয়ার করে ড্রাগ গ্রহণ বা রক্ত প্রবাহিত করার মাধ্যমে এবং গর্ভবতী মা থেকে তার সন্তানের হতে পারে। মা যদি এইচআইভি পজিটিভ হয় তখন এটি হতে পারে, তাও এর সম্ভাবনা খুব কম। ১০০ ভাগের এক ভাগও নয়, দশমিক পাঁচ শতাংশ সম্ভাবনা থাকে। এই দশমিক পাঁচ শতাংশের মধ্যে পড়ে গেলে সন্তানও এইচআইভি পজিটিভ-এ আক্রান্ত হতে পারে।

এছাড়া শিরায় মাদক গ্রহণকারী, যৌনকর্মী, সমকামী ও হিজড়াদের মধ্যে সংক্রমণের হার বেশি। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে গত এক বছরে ১,২৭৬ জনের শরীরে এইচআইভি ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে, যার মধ্যে ১,১১৮ জন বাংলাদেশী নাগরিক এবং ১৫৮ জন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী।

উল্লেখ্য যে, ক্যাম্প পর্যায়ে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি হওয়ার কারণে রোহিঙ্গা কমিউনিটির সচেতনতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে।

ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচীর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও রিভিউ সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৭ ও ২৮শে নভেম্বর, ২০২৩ইং ব্র্যাক আয়োজিত গ্লোবাল ফান্ড এর অর্থায়নে ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচীর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও রিভিউ সভা হোটেল লং বীচ কক্সবাজার এ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ডা: শায়লা ইসলাম, সহযোগি পরিচালক ব্র্যাক হেলথ প্রোগাম , বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি কক্সবাজারের প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার। দুইদিন ব্যাপী এই আয়োজনে বিগত তিন বছরের ম্যালেরিয়া কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরা হয় এবং সেই সাথে নতুন গ্রান্ড সাইকেল সেভেন (জি সি-৭) ২০২৪ হতে ২০২৬ পর্যন্ত এর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আলোচনায় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচীর সহযোগী সংস্থা সমূহের কার্যক্রম এর ভূয়সী প্রশংসা করা হয় এবং নতুন গ্রান্ড সাইকেল বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম বেগবান এবং বলবৎ থাকবে বলে আশা করা হয়। নতুন গ্রান্ড সাইকেল সেভেন (জি সি-৭) ২০২৪ হতে ২০২৬ এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এবং আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে একটি পিপিটি প্রেজেন্টেশন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডা: নূরে নাজনিন ফেরদৌস প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সুশান্ত বিশ্বাস, ডিভিশন ম্যানেজার, সৈয়দ নূর, ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, অমিত কুমার নিয়োগী, সিনিয়র স্পেশালিস্ট ব্র্যাক হেলথ প্রোগাম এবং মুক্তি কক্সবাজার ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচীর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রজেক্ট ম্যানেজার অতনু ভট্টাচার্য্য।

অক্সফ্যাম বাংলাদেশ ও মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক

টেকনাফে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালিত

“প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে সম্মিলিত অংশগ্রহণ, নিশ্চিত করবে এসডিজি অর্জন” এই প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয়েছে। গত ৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন DFAT AHP IV Livelihood Project এর আয়োজনে উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নে র‍্যালী ও আলোচনা সভা এবং সেইসাথে এক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) প্যানেল চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য নাসরিন পারভিন, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টেকনাফ উপজেলার সমাজসেবা কর্মকর্তা মোঃ খুরশেদ আলম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টেকনাফ উপজেলার সহকারী সমাজসেবা কর্মকর্তা গিয়াস উদ্দিন, ইউপি সদস্য মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রকল্প কর্মকর্তা মোঃ ইকবাল ফারুক,অক্সফাম বাংলাদেশ। সভায় জানানো হয় যে, জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ১৯৯২ সাল থেকে এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। শারীরিকভাবে অসম্পূর্ণ মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতা প্রদর্শন ও তাদের কর্মকান্ডের প্রতি সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যেই এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। তারা আরো বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এখন আর দেশের বোঝা নয়। তারাও এই সমাজের একজন মানুষ, সমাজের মানুষের প্রতি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনেক অধিকার রয়েছে, এই সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে বিভিন্ন ধরেণের কর্মসূচী গ্রহণ করে আসছে উন্নয়ন সংস্থা মুক্তি কক্সবাজার ও অক্সফ্যাম বাংলাদেশ।

কর্মসূচীর অংশ হিসাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের "কুইজ" প্রতিযেগিতায় ২৪জন বিজয়ীকে পুরষ্কার প্রদান করা হয়। পুরষ্কার পেয়ে প্রতিবন্ধী মানুষগুলো খুবই আনন্দিত এবং সংস্থাটির প্রতি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তরা আরো বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আমাদেরই আপনজন ও প্রতিবেশী। বর্তমান বিশ্ব দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলাতে না পেরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রতিনিয়তই পিছিয়ে পড়ছে এবং তারা বাদ পড়ছে উন্নয়নমুলক কর্মকান্ড থেকে। যার ফলে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অনেকটা ধীর হচ্ছে। এই বিশ্ব বিনির্মাণে প্রতিটি ব্যক্তির অবদান রয়েছে, সেক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবদানও কম নয়।

তাই এই উন্নয়নের যাত্রায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারেন। আমরা যারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছি আমাদের প্রত্যেকের অঙ্গীকার করা উচিত যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে তার কর্ম-পরিবেশ তৈরীসহ অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং সমান সুযোগের মাধ্যমে উন্নয়নের গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে।

মুক্তি কক্সবাজার এর প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ ফয়সাল বারী বলেন,সমাজের এসব অবহেলিত মানুষদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনতে এবং তাদের স্বাবলম্বী করতে মুক্তি কক্সবাজার ও অক্সফ্যাম বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা করে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে মুক্তি কক্সবাজার এর প্রকল্প কর্মকর্তাগণ, সাংবাদিক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রত্যয়
(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)
● সংখ্যা: ০৫ ● মাস: অক্টোবর-ডিসেম্বর ● বর্ষ: ০২ ● সাল: ২০২৩

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

(১ম পাতার পর)

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বর্তমান উপদেষ্টা অধ্যাপক সোমেশ্বর চক্রবর্তী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান উপদেষ্টা এডভোকেট শিবু লাল দেবদাস, কার্যনির্বাহী কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক শরমিন ছিদ্দিকা লিমা ও সংস্থার উপ-প্রধান নির্বাহী, সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী, বিমল চন্দ্র দে সরকার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, অতিথি এবং সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বক্তব্য রাখেন। আলোচনায় সংস্থার কর্মীবৃন্দ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সোমেশ্বর চক্রবর্তী বলেন, বিজয়ের ৫২ বছর পেরিয়ে ৫৩তম বছরে পা দিল আমাদের সোনার বাংলাদেশ। দীর্ঘ ৯ মাস পাকবাহিনীর সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে আমারা স্বাধীনতা অর্জন করেছি এবং ৩০ লক্ষ শহীদদের রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের এই সোনার বাংলাকে পেয়েছি। জাতি আজ এই বিজয়ের আনন্দের দিনে গভীর কৃতজ্ঞতা ও পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছে দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী বীর সন্তানদের। আমরা তাদের কখনও ভুলব না, যারা আমাদের এই স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, এই স্বাধীনতা আমাদের অহংকার, আমাদের গর্ব কিন্তু বিজয়ের ৫২ বছর পরেও আমরা শহীদ বুদ্ধিজীবীর পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরী করতে পারিনি এটা আমাদের দূর্ভাগ্য। শহীদ বুদ্ধিজীবীর পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরী করে তাদেরকে স্বীকৃতি দিতে হবে। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বর্তমান উপদেষ্টা এডভোকেট শিবু লাল দেবদাস, সহঃ সাধারণ সম্পাদক শরমিন সিদ্দিকা লিমা এবং সংস্থার উপ-প্রধান নির্বাহী, সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী। আলোচনা সভার শেষ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় তার বক্তব্যে প্রথমে মুক্তি যুদ্ধে শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, মুক্তির সার্বিক আন্দোলন আজও চলমান। তিনি মুক্তি কক্সবাজারের সকল কর্মীকে সংস্থার মূল উদ্দেশ্য " ভাল হওয়া এবং ভাল করা" অন্তরে ধারণ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে নিরলস কাজ করার উদাত্ত আহবান জানান।

পরিশেষে তিনি সকল পর্যায়ের কর্মীকে উক্ত অনুষ্ঠান সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস

(১ম পাতার পর)

দিবস" উদযাপন করা হয়। ক্যাম্প ইনচার্জ, সহকারী ক্যাম্প ইনচার্জ, মুক্তি কক্সবাজার এর কর্মকর্তা, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষকদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

অনুষ্ঠানে ক্যাম্প-ইন-চার্জ, সহকারী ক্যাম্প-ইন-চার্জ, মুক্তি কক্সবাজার এর কর্মকর্তারা ইউনিসেফের দেওয়া প্রশংসাপত্র শিক্ষকদের হাতে তুলে দেন। কর্মকর্তাবৃন্দ শিক্ষকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাদের নিয়ে কেক কাটেন। শিক্ষার্থীরা হাতে তৈরি রঙিন কার্ড এবং পোস্টার দিয়ে তাদের শিক্ষকদের স্বাগত জানায়। তারা তাদের শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কবিতা আবৃত্তি ও গান পরিবেশন করে আমন্ত্রিত অতিথিদের আনন্দিত করেন।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ক্যাম্প-ইন-চার্জ, সহকারী ক্যাম্প-ইন-চার্জ কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার মূল বিষয়গুলো ছিল- ''রোহিঙ্গা ক্যাম্পে শিক্ষকবৃন্দ শুধু শিক্ষাই দেননা; তারা শিশুদের মানসিক বিকাশের পাশাপাশি আশার স্তম্ভও তৈরী করেন। যারা অপরিমেয় কষ্টের সম্মুখীন হয়ে ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে তাদের জীবনে শিক্ষকবৃন্দ আশার অনুভূতি প্রদান করে যাচ্ছে। আসুন আমরা তাদের অবদানকে সম্মান করি।"

শিশুদের অভিভাবকগণও ক্যাম্পে শিক্ষার প্রসারে শিক্ষকদের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

প্রথম পুরস্কার অর্জন

(১ম পাতার পর)

হচ্ছেন, নুর ফাতিমা, তসলিমা এবং নুর কায়েস যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কার অর্জন করে। ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার ২০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সহকারী ক্যাম্প-ইন-চার্জ মোঃ রায়হান আলী।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষে ক্যাম্প ওয়াশ সেক্টর ফোকাল, ক্যাম্প এডুকেশন সেক্টর ফোকাল, মাঝি এবং ধর্মীয় নের্তৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল "পরিষ্কার হাত নাগালের মধ্যেই"। হাত ধোয়া এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে ক্যাম্পে কমিউনিটির মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে দিবসটি পালিত হয়।

জাপানের সংসদীয়

(শেষ পাতার পর)

ভাইস-মিনিস্টার ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স সচিব নানাও ইচিরো, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া বিভাগের পরিচালক সুতসুমি তারো, মানবিক সহায়তা ও জরুরী ত্রাণ বিভাগের পরিচালক মাতসুবারা কাজুকি, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া বিভাগের সহকারী পরিচালক উনো আনরি, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া বিভাগের সহকারী পরিচালক ইয়োশিজাওয়া কেইটা, অ্যাম্বাসেডর এক্সট্রাঅর্ডিনারি অ্যান্ড পেনিপোটেনশিয়ারি ইওয়ামা কিমিনোরি, সেকেন্ড সেক্রেটারি ইওয়াসাকি দাইচি এবং থার্ড সেক্রেটারি শিমুরা কাতসুমি। প্রতিনিধিদল শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া এবং সক্ষমতা সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বই বিতরণ

(শেষ পাতার পর)

আক্তার কামাল, প্রকল্প ব্যবস্থাপক সুদেব রুদ্র, টেকনিক্যাল সাপোর্ট অফিসার আরিফুল ইসলাম, প্রকল্প কর্মকর্তা রাশেল দাশ ও রমজান আলী, বিভিন্ন কেন্দ্রের এস এম সি র সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ।

উল্লেখ্য যে, ২০১০ সাল থেকে দাতা সংস্থা চিলড্রেন অন দ্যা এজ এর আর্থিক সহায়তায়, কক্সবাজার সদর এবং রামু উপজেলায় ১০টি শিক্ষা কেন্দ্রে ১০০০ জন এবং ২০১৮ সাল থেকে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া ও চন্দনাইশ উপজেলায় ০২টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৫০ জন অসহায়, দরিদ্র ও ঝরে পড়া/ কর্মজীবী শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে মুক্তি কক্সবাজার।

সবজি চাষ

(শেষ পাতার পর)

একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রকল্পের ৭০ জন (পুরুষ-৫০ এবং নারী-২০) উপকারভোগী অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণের উদ্বোধণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব নাছিরুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব রেজাউল হক ও শরিফুল ইসলাম, ওয়াল্ড ফিস বাংলাদেশ এবং শফিউল আলম, প্রোগ্রাম অফিসার মুক্তি কক্সবাজার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আর্টিমিয়া পুকুর পাড় ও বসত বাড়ির পুকুরে মাছ চাষের পাশাপাশি উক্ত পুকুর পাড়ে সবজি চাষ করার কৌশল বিষয়ে আলোচনা করেন ও সবজি চাষের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পুকুরে মাছ চাষের পাশাপাশি সবজি চাষ করে পারিবারের পুষ্টির চাহিদা মিটিয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হাওয়া যায়। তিনি উপস্থিত সকল প্রশিক্ষণার্থীকে সময়মত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং প্রশিক্ষণ কোর্সটি আয়োজন করার জন্য মুক্তি কক্সবাজারকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিশেষ অতিথি রেজাউল হক ও শরিফুল ইসলাম মাছ চাষ ও সবজি চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, ফিল্ড অফিসার, আর্টেমিয়া প্রকল্প, মুক্তি কক্সবাজার। প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করেন রেজাউল হক ও শরিফুল ইসলাম, ওয়াল্ড ফিস বাংলাদেশ।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে

(শেষ পাতার পর)

এর সাথে সমন্বয় করে ক্যাম্প-১৫ এ যৌথভাবে এবং বিভিন্ন শরণার্থী শিবির ও হোস্ট কমিউনিটিতে ৮টি নারী ও কিশোরী বান্ধব কেন্দ্রে এবং একই সাথে প্রতিরোধ কার্যক্রম এর অংশ হিসেবে কেন্দ্রের বাইরে কমিউনিটি পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম এর আয়োজন করা হয়। আয়োজনের মধ্যে ছিল মেলা, র‍্যালী, স্টলে হস্তশিল্প, উপকরণ প্রদর্শনী, কেন্দ্র সজ্জাকরণ, উঠান বৈঠক, সভা, বিনোদনমূলক খেলাধুলা, হস্তস্বাক্ষর ইত্যাদি। আলোচনা সভায় জানানো হয় যে, ১৯৯১ সালে উইমেন গ্লোবাল লিডারশীপ ইনিস্টিউটের উদ্বোধন এর সময় কর্মীদের দ্বারা প্রচারটি শুরু হয়েছিল। এটি বিশ্বব্যাপী ব্যক্তি এবং উন্নয়ন সংস্থা পর্যায়ে নারী ও কিশোরী মেয়েদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং নির্মূল করার আহ্বান জানাতে সাংগঠনিক কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কক্সবাজার জেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে ১৬ দিন ব্যাপী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে মুক্তি কক্সবাজার এর কর্মীগণ র‍্যালী, রাস্তা আলপনা, স্টলে হস্তশিল্প প্রদর্শন এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়া ক্যাম্প ১৫ তে বিভিন্ন সংস্থার সাথে যৌথভাবে র‍্যালীর আয়োজন এবং হস্তশিল্প প্রদর্শনী এর মাধ্যমে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। মেলায় বিক্রিত হস্তশিল্প এর অর্থ ঐ সকল সুবিধাভোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, যারা নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জীবন দক্ষতা উন্নয়নে নিজেকে যুক্ত করেছেন, কমিউনিটির অন্য নারীদের জীবন দক্ষতা উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং সামাজিক বাধা অতিক্রমে ভূমিকা পালন করেছেন। হস্তশিল্প বিক্রির এই অর্থ বুঝে পাওয়ায় তারা অতি আনন্দ প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন নারী ও কিশোরী বান্ধব সেবা কেন্দ্রের সভা, কেন্দ্রের বাইরে উঠান বৈঠক যেমন : নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর অধিকার, নারী নেতৃত্ব, নারী ও কিশোরীদের নিরাপত্তা, নারী ও কিশোরী পাচার প্রতিরোধ এবং বিভিন্ন বিনোদনমূলক খেলা যেমন: মিউজিক্যাল চেয়ার, বালিশ পাচার খেলা এবং ঝুঁড়িতে বল নিক্ষেপ ইত্যাদি ছিল। ১৬ দিন ব্যাপী চলতে থাকা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মুক্তি কক্সবাজার এর পক্ষ থেকে ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অধিকারদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই কার্যক্রম দিবস উৎযাপন উপলক্ষে ৮টি নারী বান্ধব সেবা কেন্দ্র কমিউনিটির সুবিধাভোগী নারীরা নিজ হাতে তাদের মনের মত করে সাজিয়ে তোলেন এবং ব্যক্ত করেন তাদের বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতার কথা এবং অব্যক্ত অনুভূতির কথা। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের এই আয়োজনে ১৬ দিন ব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম এর সাথে ৯৬৪ জন নারী, ১৩২৪ জন কিশোরী, ৪৫৫ জন পুরুষ এবং ৫৪৩ জন বালক মোট ৩৩১৭ জন সুবিধাভোগী অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে ৩১ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিও যুক্ত হন। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে করতে হবে বিনিয়োগ এই শপথ এবং মুক্তি কক্সবাজার যেন প্রত্যেক বছর এভাবে আনন্দের সাথে তাদের অধিকার এর কথা এই দিবসটি উৎযাপনের মাধ্যমে বার বার তুলে ধরতে পারেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে ২৫ নভেম্বর, ২০২৩ শুরু হওয়া এই আয়োজন ১০ ডিসেম্বর সমাপ্ত হয়।

প্রত্যয়
(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)
● সংখ্যা: ০৫ ● মাস: অক্টোবর-ডিসেম্বর ● বর্ষ: ০২ ● সাল: ২০২৩

মুক্তি কক্সবাজার এর উদ্যোগে সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সার্বিক সহযোগিতায় মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক সদর উপজেলার চৌফলদন্ডী ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচীর স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্প (নাক, কান ও গলা) গত ১৬ নভেম্বর ২০২৩ সমৃদ্ধি কর্মসূচী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য ক্যাম্পের প্রারম্ভে কর্মসূচীর সমন্বয়কারী মুক্তি কক্সবাজার এর বিভিন্ন চলমান উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডের বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি জানান, এই অর্থবছরে আরো ৩টি স্বাস্থ্য ক্যাম্প কার্যক্রমের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও অত্র ইউনিয়নে প্রতি মাসে ৮টি করে স্যাটেলাইট ক্যাম্পের মাধ্যমে রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এই কর্মসূচীর আওতায় প্রতি বছর বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে এলাকার জনগণ চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করছেন। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন কক্সবাজার সরকারী হাসপাতাল হতে আগত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ তন্ময় মন্ডল ও ডাঃ জাহেদুল ইসলাম রায়হান। দিন ব্যাপী এই ক্যাম্পে বিনামূল্যে ১৬৪ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ১৪৪ জন নারী ও ২০ জন পুরুষ ছিল। উল্লেখ্য, উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে চিকিৎসা পরবর্তী রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে কর্মসূচীর সকল কর্মী উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

জাতীয় যুব দিবস-২০২৩ উদযাপিত

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক "স্মার্ট যুব, সমৃদ্ধ দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ" এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে ধারণ করে গত ০১ নভেম্বর,২০২৩ জাতীয় যুব দিবস ২০২৩ উদযাপন করা হয়। দিবসটি পালনের অংশ হিসাবে সমৃদ্ধি কর্মসূচী চৌফলদন্ডী ইউনিয়নের যুব সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। র‍্যালী শেষে সমৃদ্ধি কর্মসূচীর কার্যালয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজনের মাধ্যমে দিবসটি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচীর সমন্বয়কারী জনাব মোঃ রহুল আমিন এর সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি কক্সবাজার এর ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা কর্মসূচীর এলাকা ব্যবস্থাপক রবি রায় মালাকার। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "যুবকরা আগামী দিনের কর্ণধার" তাদের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। তাই তাদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। তিনি মাদকের আগ্রাসন হতে যুবকদের ফিরিয়ে আনতে সবাইকে এক হয়ে কাজ করার আহবান জানান, তাছাড়া টেকসই উন্নয়নে যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করে স্বাবলম্বী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিৎ বলে মনে করেন।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মুক্তি কক্সবাজার এর সিবিএলএফ চালু

মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়িত ইউনিসেফ-এর কারিগরী সহযোগিতায় রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে গত ১১ অক্টোবর, ২০২৩ আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবসে ক্যাম্প-৩-এ প্রথম কমিউনিটি ভিত্তিক শিক্ষার সুবিধা (সিবিএলএফ) চালু করেছে। এটি সাময়িক সময়ের জন্য ইউএন উইমেন এর সহযোগিতায় ব্র্যাক কর্তৃক পরিচালিত একটি নারী বান্ধব সেবা কেন্দ্রে পরিচালিত হবে। সিবিএলএফটিতে ১১-১৪ বছর বয়সী গ্রেড-৪ এর ১৯ জন বালিকা শিক্ষার্থীকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়।

ব্র্যাক তাদের কার্যক্রম ১ম শিফটে পরিচালনা করবে এবং মুক্তি কক্সবাজার ২য় শিফটে ক্লাস কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সহকারী মাঠ কর্মকর্তা তারিন সুলতানা সিবিএলএফ-এর শিক্ষার্থীদের পরিচিতি অধিবেশন পরিচালনা করেন। তিনি নারী শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। সিবিএলএফ-এর জন্য দুজন নারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে একজন হোস্ট শিক্ষক এবং একজন রোহিঙ্গা।

শিক্ষার্থীরা বাবা-মা এবং প্রকল্প কর্মীদের সাথে হাতে তৈরি রঙিন ডিসপ্লে আইটেম তৈরি করে আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস উদযাপন করেন। তারা সিবিএলএফ চালুর মাধ্যমে শিক্ষায় তাদের প্রবেশগম্যতা সহজ করার জন্য খুব খুশি হয় এবং মুক্তি কক্সবাজারকে ধন্যবাদ জানায়।

প্রত্যয়
(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)
● সংখ্যা: ০৫ ● মাস: অক্টোবর-ডিসেম্বর ● বর্ষ: ০২ ● সাল: ২০২৩

মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক পরিচালিত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

গত ৯ এবং ১৭ ডিসেম্বর মুক্তি কক্সবাজার প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ এবং চন্দনাইশ সাঙ্গু কনভেনশন হলে মোট ১৭০০ দরিদ্র ও ঝরে পড়া/ কর্মজীবী শিশুদের নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। দাতা সংস্থা চিল্ড্রেন অন দ্যা এজ এর আর্থিক সহায়তায় কক্সবাজার সদর, রামু, সাতকানিয়া ও চন্দনাইশ উপজেলায় মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক পরিচালত ১৭টি শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে স্কুলের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ও বিজয়ী হয়। পাশাপাশি তারা নেচে গেয়ে এক উৎসবমূখর পরিবেশে দিনটি উদ্‌যাপন করে।

দিনব্যাপি দুইটি অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, মুক্তি কক্সবাজার-এর উপ-প্রধান নির্বাহী সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক সুদেব রুদ্র। প্রধান অতিথি ছিলেন- মুক্তি কক্সবাজার-এর উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক সোমেশ্বর চক্রবর্তী এবং উপদেষ্টা ও প্রাক্তন সভাপতি, বিশিষ্ট আইনজীবী এডভোকেট শিবু লাল দেবদাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি কক্সবাজার-এর উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট আইনজীবী এডভোকেট শিবু লাল দেবদাস, কার্য নির্বাহী পরিষদের সদস্য দুলাল চক্রবর্তী ও রতন দাশ, সাধারণ পরিষদ সদস্য অধ্যাপক অজিত কুমার দাশ, কক্সবাজার জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ছড়াকার মোঃ নাসির উদ্দিন, কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সোহেল ইকবাল ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মাসুদা মোর্শেদা আইভি।

প্রধান অতিথি শিশুদের উদ্দেশ্যে বলেন, "যে যার জায়গা থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারলেই আমাদের দেশটা প্রকৃত সোনার বাংলায় পরিণত হবে"। বিশেষ অতিথি এডভোকেট শিবুলাল দেবদাস বলেন, মুক্তি কক্সবাজার এর লক্ষ্য হলো সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, তারই অংশ হিসেবে ঝড়ে পড়া শিশুরা প্রকৃত শিক্ষা লাভের মাধ্যমে সার্থক জীবনের দিকে এগিয়ে যাবে এটাই প্রত্যাশা। বিশেষ অতিথি শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ নাসির উদ্দিন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনকে ফুলের বাগান আখ্যা দিয়ে বলেন, প্রান্তিক জনপদের সকল সুবিধা বঞ্চিত এসব ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের আনন্দঘন পরিবেশে বার্ষিক ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রতিবারই অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি আনন্দিত হই। শিশুদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, দেশ ও সমাজ গঠনে তোমরাই আগামীর সৈনিক। তিনি মুক্তি কক্সবাজার-এর এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান ।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কার্য নির্বাহী পরিষদের সদস্য দুলাল চক্রবর্তী ও রতন দাশ, কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক সোহেল ইকবাল ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মাসুদা মোর্শেদা আইভি।

আরও বক্তব্য রাখেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক সুদেব রুদ্র ও শিক্ষক কুলছুমা বেগম। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন মুক্তি স্কুলের শিক্ষার্থী মো: রাকিব, নুসরাত জাহান নোভা, সিফাত সুলতানা ও মোঃ আজিজ। কক্সবাজার সদর এর অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে প্রকল্প ব্যবস্থাপক সুদেব রুদ্র বলেন, একজন শিক্ষার্থীর পড়ালেখার জন্য যা যা সহযোগিতা প্রয়োজন সকল ধরনের শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে মুক্তি স্কুলের শিক্ষার্থীদের প্রদান করা হয়ে থাকে যাতে দরিদ্র ও ঝরে পড়া/ কর্মজীবী শিশুদের স্বাভাবিক শিক্ষা ব্যহত না হয়। চন্দনাইশ সাঙ্গু কনভেনশন হলে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার সভাপতি মহোদয় বলেন, মুক্তি কক্সবাজার মানবতার কল্যাণে সর্বদা মানুষের পাশে থাকবে এবং বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজ করে যাবে। শিশু শিক্ষা প্রকল্পের পক্ষ হতে এমন অনুষ্ঠান আয়োজনে সহায়তা করার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এ ধরণের অনুষ্ঠান প্রকল্প মেয়াদ পর্যন্ত চলমান রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আলোচনা শেষে উপস্থিত অতিথিরা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মুক্তি স্কুলের শিক্ষক সাকিয়া সুলতানা সাকি, জুবলী দে এবং কেয়া পাল ।

প্রত্যয়
(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)
● সংখ্যা: ০৫ ● মাস: অক্টোবর-ডিসেম্বর ● বর্ষ: ০২ ● সাল: ২০২৩

মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রবীণ কর্মসূচির উদ্যাগে শীতকালীন কম্বল বিতরণ

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও মুক্তি কক্সবাজার এর যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচীর উদ্যোগে মহেশখালীতে দরিদ্র ও অসহায় প্রবীণ ব্যক্তিদের মাঝে শীতকালীন কম্বল বিতরণ করা হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও মুক্তি কক্সবাজার বড় মহেশখালী অফিস থেকে ৭৫ জন প্রবীণ উক্ত কম্বল গ্রহণ করেন। বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শিবু লাল দেবদাস, প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান উপদেষ্টা, মুক্তি কক্সবাজার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব বাবলা পাল, প্রাক্তন সাধারন সম্পাদক, মুক্তি কক্সবাজার। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী, উপ-প্রধান নির্বাহী, মুক্তি কক্সবাজার। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ছোটন শর্মা,লজিষ্টিক অফিসার, রুপন কান্তি দাশ টেকনিক্যাল অফিসার, মোঃ ইসমাইল, ফিল্ড অফিসার,আটিমিয়া ফর বাংলাদেশ প্রকল্প, মুক্তি কক্সবাজার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিগণ তাদের মুল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং বলেন দরিদ্র, অসহায় ও নিপীরিত মানুষের পাশে দাড়ানোর জন্যই মুক্তি ককস্বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মুক্তি কক্সবাজার যতদিন আছে ততদিন পর্যন্ত মানবতার সেবাই কাজ করে যাবে। দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা এবং মর্যাদার সাথে মানুষ বসবাস করবে এটায় মুক্তি কক্সবাজার এর মূল লক্ষ্য। অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন জনাব শফিউল আলম, প্রোগ্রাম অফিসার, মুক্তি কক্সবাজার।

‘কৈশোর কর্মসূচী’র উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও মুক্তি কক্সবাজার এর যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত কৈশোর কর্মসূচীর উদ্যোগে গত ১৬ই ডিসেম্বর, ২০২৩ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চৌফলদন্ডী ইউনিয়নের সমৃদ্ধি প্রকল্প কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ইউনিয়ন হতে আগত কিশোর-কিশোরীরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল রচনা, কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গানের সাথে নৃত্য এবং কেরাম প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন ইউনিয়ন হতে আগত প্রায় ৮০জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। দিনব্যাপী প্রতিযোগি অনুষ্ঠান শেষে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । উক্ত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নাছির উদ্দীন, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য (মেম্বার), ১ নং চৌফলদন্ডী ইউনিয়ন পরিষদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব রুহল আমিন, সমন্বয়কারী, সমৃদ্ধি কর্মসূচী, মুক্তি ককস্বাজার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, বিনোদন মানুষের মানসিক বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। এটি কিশোর-কিশোরীদেরকে বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ থেকে বিরত রাখে তাই এরকম অনুষ্ঠান চলমান রাখরা উচিৎ। তিনি এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য মুক্তি কক্সবাজারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন জনাব মো.রাকিবুল ইসলাম, সমৃদ্ধি উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং সার্বিক পরচিালনায় নেতৃত্ব প্রদান করনে ‘কৈশোর কর্মসূচী’র উপজলো প্রোগাম অফিসার হাঁগমাইতি এ্যাঞ্জেলা ত্রিপুরা।

‘কৈশোর কর্মসূচী’র অধীনে ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

”মেধা ও মননে সুন্দর আগামী” এই প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে গত ১০/০৯/২০২৩ ইং চৌফলদন্ডী ইউনিয়নে কিশোর ক্লাবের সদস্যদের অংশগ্রহণে ইউনিয়ন পর্যায়ে ফুটবল টুনার্মেন্ট কক্সবাজার সদর উপজেলার চৌফলদন্ডী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুজিবুর রহমান, চেয়ারম্যান ১নং চৌফলদন্ডী ইউনিয়ন পরিষদ, সদর, কক্সবাজার। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে মুক্তি কক্সবাজার এর সকল মানবিক ও উন্নয়নমুলক কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, মুক্তি কক্সবাজার নানামুখী উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে অত্র ইউনিয়নের কিশোর কিশোরীর জীবন মান উন্নয়ন, নৈতিক মানবিক মূল্যবোধ গঠনে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে যা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। তিনি সকল কিশোরদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দক্ষ ও মানসম্মত খেলোয়ার হিসাবে গড়ে উঠার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি মুক্তি কক্সবাজার এর উপ-প্রধান নির্বাহী জনাব সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী বলেন, শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে সহশিক্ষা কার্যক্রমেও নিজেদের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে, নিজেদের বিকশিত করতে হলে সহশিক্ষা কার্যক্রমের বিকল্প নেই। বিশেষ অতিথি জনাব মুহাম্মদ এছারুল করিম, সভাপতি, চৌফলদন্ডী ইউনিয়ন ফুটবল একাডেমি তার বক্তব্যে বলেন, ক্রীড়াই শক্তি ক্রীড়াই বল, মাদক ছেড়ে খেলতে চল তিনি এই স্লোগানকে সামনে রেখে সকলকে মাদকের আগ্রাসন থেকে মুক্ত থেকে সুস্থদেহ ও সুন্দর মনন গঠনে খেলাধূলার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, খেলাধূলা সমাজের অপরাধমূলক কর্মকান্ড থেকে যুব সমাজকে দূরে রাখতে সহায়তা করে। তাই সুস্থভাবে জীবন-যাপন করতে খেলাধূলার বিকল্প নেই। প্রতিযোগিতা শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলকে পুরস্কার প্রদান করেন উক্ত অনুষ্ঠানের অতিথি বৃন্দ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচী’র সমন্বয়কারী রহুল আমিন, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ সোহেল ইসলাম, সমৃদ্ধি সমাজ উন্নয়ন কর্মকতা মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট অফিসার মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম। আয়োজনের সার্বিক পরিচালনায় নেতৃত্ব প্রদান করেন ‘কৈশোর কর্মসূচী’র উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার হাঁগমাইতি ত্রিপুরা (এ্যানজেলা)।

প্রত্যয়
(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)
● সংখ্যা: ০৫ ● মাস: অক্টোবর-ডিসেম্বর ● বর্ষ: ০২ ● সাল: ২০২৩

রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

গত ১০ই ডিসেম্বর,২০২৩ইং চিল্ড্রেন অন দ্যা এজ এর আর্থিক সহযোগিতায় এবং মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়িত রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষা কর্মসূচীর উদ্যোগে শিশু শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের উন্নয়ন তথা শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতা ও ইতিবাচক চেতনা তৈরীর লক্ষ্যে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে জাঁকজমকপূর্ণ এক চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই ক্যাম্পেইনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ হতে আগত চারজন মেধাবী প্রাক্তন শিক্ষার্থী ক্যাম্পেইনটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ক্যাম্প-৫ এর ৩৪নং শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের মোট ২০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে উৎসব মুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে এই কার্যক্রমটি সম্পন্ন হয়। এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে শিশু শিক্ষার্থীরা কাগজ দিয়ে মাছ তৈরী, ঘুড়ি তৈরী এবং জাহাজ তৈরী করে। তারা রং তুলি দিয়ে নিজেদের হাতের ছবি এবং বিভিন্ন পশু পাখির ছবি আঁকে। সারাটা দিন ছিল শিক্ষার্থীদের কর্ম মুখর আনন্দের দিন। এই ক্যাম্পেইনটি একদিকে যেমন শিশুদের মধ্যে গড়ে তুলেছে সৃজনশীলতা এবং অন্যদিকে সাহায্য করবে তাদের মননশীল বিকাশে। শিশুদের মতামত জানতে চাইলে তারা অনুভূতি ব্যক্ত করে যে, "প্রতি মাসেই অন্তত একদিন এ ধরণের ক্যাম্পেইন এর আয়োজন করা উচিত, যাতে আমরা নিজেদের মতো করে ছবি আঁকতে পারি এবং নিজেদের স্বপ্নকে বাস্তবে রুপ দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারি। অনুষ্ঠানের শেষ দিকে ১ম, ২য় ও ৩য় বিজয়ী প্রতিযোগী নির্বাচন করে তাদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ ছাড়াও প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সকল শিশু শিক্ষার্থীকে সৌজন্য পুরুস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক আব্দুল্লাহ আল মামুন শাহিন এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। সমাপণী বক্তব্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপক বলেন, খেলাধুলা ও চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা শিশুদের শুপ্ত মেধা বিকাশ এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে সেইসাথে সৃজনশীল কাজ করার সুযোগ তৈরী করে, তার সামাজিক বিকাশ ঘটিয়ে নিজেকে স্বাবলম্বী হিসাবে গড়ে তুলতে বিশেষ ভুমিকা রাখে।

কিশোর-কিশোরী ও নারীদের সাথে স্থানীয় যুব ও নারী নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ সভা

শৈশব ও তারুণ্যের সন্ধিঃক্ষণে দ্রুত ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সময়কালই কৈশোরকাল। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে শারীরিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং ছেলে ও মেয়ের মধ্যে আলাদা আলাদা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, সাথে তাদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ শুরু হয়। শৈশব ও তারুণ্য এ দুয়ের মাঝে কৈশোরকাল একটি সেতুর মতো কাজ করে। কিশোর-কিশোরীদের কৈশোরকালীন সময়ের নানা সমস্যা, চাহিদা ও অধিকার চিহ্নিত করা এবং স্থানীয় নারীদের যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সহ মানসিক স্বাস্থ্য, জীবন দক্ষতার মান উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার লক্ষ্যে স্থানীয় যুব ও নারী নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান অর্নব কক্সবাজার ও সাধীনতা যুব কল্যাণ সমিতি-র সাথে কক্সবাজারের রামু উপজেলার প্রকল্প এলাকা চাকমারকুল, রাজারকুল, খুনিয়াপালং, রশিদনগর, কাউয়ারখোপ, কচ্ছপিয়া ও গর্জনিয়া এই সাত ইউনিয়নের মোট ৪০ জন স্থানীয় কিশোর-কিশোরী ও যুবতী নারীদের নিয়ে গত ১৪-১৬ নভেম্বর, ২০২৩ লীপ প্রকল্পের উদ্যোগে মুক্তি কক্সবাজার রামু অফিসে ৩ দিনের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা নির্ধারনের লক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। একটি লিঙ্গ-সংবেদনশীল সমাজ গঠনের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরির লক্ষে স্থানীয় কিশোর-কিশোরী ও নারীদের মতামত ও চাহিদার পরীপেক্ষিতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা আছে এমন কর্মকর্তাদের কাছে তুলে ধরার জন্য মিলেমিশে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।

উল্লেখ্য যে, গ্লোবাল এফেয়ার্স কানাডা (GAC) অর্থায়নে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (PIB) এর কারিগরী সহযোগিতায় মুক্তি ককস্বাজার রামু উপজেলার মোট ৭টি ইউনিয়নে স্থানীয় কমিউনিটির নারী ও কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফটিং হেলদি এমপাওয়ারড এন্ড প্রোটেকটেড গার্লস এন্ড উইমেন ইন কক্সবাজার (LEAP) ২০২২ সাল থেকে কাজ করে আসছে।

ই-পত্রিকা দেখার জন্য কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন, অথবা নিচের ইউআরএল ভিজিট করুন।
sites.google.com/view/prottoymcb

>> শেষের পাতা

প্রত্যয়

(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)

● সংখ্যা: ০৫ ● মাস: অক্টোবর-ডিসেম্বর ● বর্ষ: ০২ ● সাল: ২০২৩

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে বিনামূল্যে বই বিতরণ সম্পন্ন

নতুন বছরের শুরুতে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন বইয়ের ঘ্রাণে আর উল্লাসে মেতে উঠেছে সকল শিক্ষার্থী। তারই ধারাবাহিকতায় মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা কেন্দ্র সমূহের শিক্ষার্থীরা মেতে উঠেছে নতুন বই উৎসবে। গত ০১ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ, সোমবার কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ১২টি মুক্তি স্কুলে একযোগে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়।

দিনটি ছিল বছরের প্রথম দিন। উক্ত বই বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি কক্সবাজার এর প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার, কক্সবাজার সদর ১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এস আই এম *(এরপর পাতা-৭, কলাম-৩)*

পুকুর পাড় ও বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ১০ ও ১২ অক্টোবর '২০২৩ মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়িত আর্টিমিয়া ফর বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় বড় মহেশখালী ও ছোট মহেশখালী ক্লাস্টারে আর্টিমিয়া ও চিংড়ী মাছ চাষের পুকুর পাড়ে এবং বসত বাড়ির পুকুর পাড় ও আঙ্গিনায় সবজি চাষ করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি পুষ্টির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২টি ব্যাচে *(এরপর পাতা-৭, কলাম-৩)*

জাপানের সংসদীয় ভাইস-মিনিস্টারের শিশু শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন

জাপানের সংসদীয় ভাইস-মিনিস্টার ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স কোমুরা মাসাহিরো গত ০৮ অক্টোবর'২০২৩ ক্যাম্প-২ ওয়েস্টে মুক্তি কক্সবাজার এর শিশু শিখন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। বেলা ৩.৪০ মিনিটে ভাইস-মিনিস্টার ও তাঁর নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল শিখন কেন্দ্রে পৌঁছলে ইউনিসেফ ও মুক্তি কক্সবাজারের কর্মকর্তারা তাঁদের স্বাগত জানান।

তিনি ২০ মিনিট শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে অবস্থান করেন এবং শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক এবং মুক্তি কক্সবাজার ও ইউনিসেফের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন জাপানের সংসদীয় *(এরপর পাতা-৭, কলাম-১)*

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ১৬ দিনের কর্মসূচী

মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক DFAT AHP Bangladesh Consortium IV GBV Care প্রকল্পটি অস্ট্রেলিয়ান মানবিক সহায়তা এর আর্থিক সহায়তায় এবং কেয়ার বাংলাদেশ এর কারিগরী সহযোগিতায় কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার ৪টি শরণার্থী শিবিরে এবং উখিয়া উপজেলার জালিয়াপালং ইউনিয়নে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের কার্যক্রম এর অংশ হিসেবে, "নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে, করতে হবে বিনিয়োগ" এই স্লোগান কে সামনে রেখে মুক্তি কক্সবাজার, কক্সবাজার জেলায় ISCG (Inter Sector Coordination Group) *(এরপর পাতা-৭, কলাম-৩)*

উপদেষ্টা পরিষদ
অধ্যাপক সোমেশ্বর চক্রবর্তী
অ্যাডভোকেট শিবু লাল দেবদাস
অধ্যাপক জেবুন্নেছা
বাবলা পাল

নির্বাহী সম্পাদক
বিমল চন্দ্র দে সরকার

সম্পাদকীয় পরিষদ
সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী
খাইরুল ইসলাম
মোঃ তোফায়েল ইসলাম

সম্পাদনায়
সুজয় কান্তি পাল

প্রকাশক:
মুক্তি কক্সবাজার,
মুক্তি ভবন, গোলদীঘির পাড়, কক্সবাজার।
ইমেইল: mukticox@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.mukticox.org
ফেসবুক: facebook.com/mcbfb